

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

234012 - রমযান মাস ৩০ দিনের হোক কিংবা ২৯ দিনের হোক ২১ শে রমযানের রাত থেকে শেষে দশক শুরু হয়

প্রশ্ন

আমার এক বন্ধু রমযানের শেষে দশক সম্পর্কে আমার মনে একটি প্রশ্নের সৃষ্টি করছেন। আমার বন্ধু বলেন: যদি রমযান মাস ২৯ দিনের হয় তাহলে ১৯-২৯ তারিখ পর্যন্ত শেষে দশক হবে। শেষে দশকরে বজেডে রাতগুলি আমা কিভাবে জানতে পারি? এ ব্যাপারে আপনাদের কী পরামর্শ?

প্রিয় উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

রমযানের শেষে দশক ২১ শে রমযানের রাত থেকে শুরু হয়। চাই ৩০দিনে মাস হোক কিংবা ২৯ দিনে। এটি প্রমাণ করে সহি বুখারী (৮১৩) ও সহি মুসলিমের (১১৬৭) হাদিস: আবু সাঈদ খুদরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের প্রথম দশ দিন ইতিকাফ করলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে ইতিকাফ করলাম। তখন জবিরাদিল (আঃ) এসে বললেন: ‘আপনি যা তালাশ করছেন সটো সামনে’। এরপর তিনি মধ্যবর্তী দশ দিন ইতিকাফ করলেন, আমরাও তাঁর সাথে ইতিকাফ করলাম। তখন পুনরায় জবিরাদিল (আঃ) এসে বললেন: ‘আপনি যা তালাশ করছেন সটো সামনে’। এরপর রমযানের বশি তারিখ সকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে বললেন: ‘যারা আল্লাহর নবীর সঙ্গে ইতিকাফ করতে চান তারা যেন ফরিে আসনে (আবার ইতিকাফ করনে)। কেননা আমাকে স্বপ্নে লাইলাতুল কদর অবগত করানো হয়েছে। তবে আমাকে তা (নির্ধারণিত তারিখটি) ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। নঃসন্দেহে তা শেষে দশ দিনের কোন এক বজেডে তারিখে। স্বপ্নে দেখলাম যেন আমা কিাদা ও পানির উপর সজিদা করছি। তখন মসজিদে ছাদ খেজুরের ডাল দ্বারা নির্মিত ছিল। আমরা আকাশে কোন কিছুই (মঘে) দেখিনি। হঠাৎ করে পাতলা একটি মঘে আসল এবং আমাদের উপর বৃষ্টি নামল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এমন কি আমা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কপাল ও নাকেরে অগ্রভাগে পানি ও কাঁদার চহ্ন দেখতে পেলোম। এভাবেই তাঁর স্বপ্ন সত্যে পরিণত হলো।”

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

সহিহ বুখারীর অপর এর রওয়ায়তে (২০২৭) এসছে: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানরে মধ্যম দশকে ইতকিফ করতনে। এক বছর তিনি ইতকিফ করলনে। যখন একুশরে রাত এল, য়ে রাতরে সকালে তিনি তাঁর ইতকিফ হতে বরে হতনে, তখন তিনি বললনে: যারা আমার সংগে ইতকিফ করছে তারা যনে শেষে দশকও ইতকিফ করে। আমাকে স্বপ্নে এই রাত (লাইলাতুল কদর) দেখোনটা হয়ছিলি, পরে আমাকে তা (সঠকি তারখি) ভুলয়ি দেওয়া হয়ছে। অবশ্য আমি স্বপ্নে দেখেতে পয়েছে য়ে, ঐ রাতরে সকালে আমি কাদা-পানরি মাঝে সজিদা করছি। তন্মরা তা শেষে দশকে তালাশ কর এবং প্রত্যকে বজেডে রাতে তালাশ কর। পরে এই রাতে আকাশ হতে বৃষ্টি হল। মসজদি ছিলি ছাদবহীন। তাই মসজদি বৃষ্টির ফটা পড়ল। একুশরে রাতরে সকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কপালে কাদা-পানরি চহ্ন আমার এ দু’চখে দেখেতে পায়।”

ইবনে হাজার (রহঃ) বলনে:

“এটা সুস্পষ্ট য়ে, খতেবাটি ছিলি বশি তারখি ভরে। আর বৃষ্টি নিমেছে ২১ তারখি রাতে।” [ফাতহুল বারী (৪/২৫৭) থেকে সমাপ্ত]

সহিহ বুখারী (২০১৭) ও সহিহ মুসলমি (১১৬৭) এর অপর এক রওয়ায়তে এসছে য়ে, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসরে মাঝরে দশকে ইতকিফ করতনে। বশি তারখি গত হয় যখন সন্ধ্যা হত এবং একুশ তারখি শুরু হত তখন তিনি ঘরে ফরি আসতনে। এবং তাঁর সঙগে যারা ইতকিফ করছিলনে সকলেই নজি নজি বাড়ীতে ফরি আসতনে।” এর থেকেও বুঝা যায় য়ে, শেষে দশক ২১ শে রমযানরে রাত থেকে শুরু হয়।

এ কারণে সংখ্যা গরিষ্ঠ আলমেগণরে মাযহাব (এদের মধ্যে চার মাযহাবরে ইমামগণও রয়ছেন) হচ্ছ: য়ে ব্যক্তি শেষে দশ দিন ইতকিফ করতে চায় সয়ে যনে একুশরে রাত শুরু হওয়ার আগে সূর্যাস্তরে পূর্ববেই মসজদি প্রবেশে করে।

আরও জানতে দেখুন: [14046](#) নং প্রশ্নোত্তর।

শেষে দশকরে বজেডে রাতগুলো হচ্ছ- একুশ, তৈশ, পঁচশি, সাতাশ ও উনত্রিশি এর রাত।

ইবনে হাজার (রহঃ) বলনে:

লাইলাতুল কদর রমযানরে মধ্যবেই রয়ছে। এ রাত রমযানরে শেষে দশকেই রয়ছে। শেষে দশকরে বজেডে রাতগুলোতেই রয়ছে। বজেডে রাতগুলোর সুনরিদষ্টি কোন রাতে নেই। এ বিষয়ে বর্ণতি হাদিসগুলোর সম্মিলতি নিরিদেশনা এটাই প্রমাণ

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ
মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

করে।[ফাতহুল বারী (৪/২৬০) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।